Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.01-12
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মানবধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা : উপনিষদ গীতা এবং বাইবেলের আলোকে টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

Abstract

Great creators always arrive at the same path of truth. The two august souls, Leo Tolstoy and Rabindranath Tagore always found the Almighty in humanity. These two great minds enlightened their hearts in the spiritual light of the holy scriptures like Upanishad, Gita, Bible etc. To both of them Jesus Christ was the God- missive angel of salvation of humanity. Lord Jesus was the human child in their creations. Upanishad was the heart's cogitation of Rabindranath. Gita always enthused Rabindranath. Both Tolstoy and Rabindranath nurtured in their heart the spiritual idealism of Lord Buddha and Jesus Christ. In his iconic novel, 'War and Peace', Tolstoy craved for the eternal peace. He had the strong belief that the God exists in the heart of human being. He wrote, 'The kingdom of God is within you.' On the other hand, like the ancient Indian Upanishadic monk, Rabindranath thought that the eternal soul dwells in the minds of humanity. Both were in favour of the desire of selfless devotion. The essence of the Gita, Bible and Upanishad illuminate the significance of the creations of both Tolstoy and Rabindranath. These two reverend souls bathed in the holy water of the sacred land of spirituality. Both Tolstoy and Rabindranath were ageless creators.

Key Notes** : **Tolstoy, Rabindranath, Bible, Upanishad, Gita, Christ, The Kingdom of God is within you, The pathway of life, Hindu Philosophy, War and Peace, Manusher Dharma.

।।এক।।

"The Kingdom of God cometh not with outward show; neither shall they say, Lo here! Or, Lo there! for behold, the kingdom of God is within you." (১) - ভগবানের রাজ্য বাইরে দৃশ্যমান নয়। কী অদ্ভুত! তোমার নিজের হৃদয়েই রয়েছে ভগবানের রাজ্য। একথা টলস্টয় লিখেছেন তাঁর 'The Kingdom of God is within you.' - গ্রন্থে।

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থের 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধে লিখেছেন - "মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' একথা পুরাণতম।... তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। এই যে ব্রহ্মলোক - অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোক সর্বত্রই রহিয়াছে - ইহা তাঁহাদেরই, তপস্যা যাঁহাদের,

ব্রহ্মচর্য যাঁহাদের, সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। ঋতুই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম তপস্যা"। (২)

সমকালের দুই মহাস্রষ্টা একই সত্যপথে উপনীত হয়েছেন। দুই স্রষ্টাই ঈশ্বরকে খুঁজেছেন মানবতা ও মনুষ্যত্বের মধ্যে। দুই স্রষ্টা আপন আপন অন্তরকে আলোকিত করেছেন উপনিষদ-গীতা- বাইবেল এবং আধ্যাত্মিকতার আলোকে। মহামানব খ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ দু'জনের জীবন ও সৃষ্টিকে পবিত্র করেছেন।

।। দুই ।।

টলস্টয়ের কাছে খ্রীষ্ট সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে খ্রীষ্ট মহামানব। টলস্টয়ের 'The Kingdom of God is Within You' - গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট জিজ্ঞাসার গভীরতম অনুধ্যান। খ্রীষ্টবাণী টলস্টয়ের অনুসন্ধিৎসু প্রজ্ঞাকে আলোকিত করেছিল। যীশুর মানবপ্রেমের স্বরূপ বাইবেলে উল্লিখিত আছে। ধনবানেরা দান করছেন। ভাণ্ডারে আপন আপন দান রেখেছেন। আর একজন দীনহীনা বিধবা রমণী ভাণ্ডারে রাখছেন সিকি পয়সা। যীশুর উপদেশ, দরিদ্র বিধবা সকলের থেকে বেশি দান করলেন। কেননা সকলেই আপন আপন ধন থেকে কিছু কিছু ধন দান করেছেন। অপরপক্ষে দরিদ্র রমণী অনটন সত্ত্বেও তাঁর বেঁচে থাকার সমূহ সম্বল দান করেছেন।(৩) - ব্রাত্য রমণীর কাছে আছে মানবধর্মের ঠিকানা। ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম সমার্থক হয়ে ওঠে। ঈশ্বরপ্রেমে যিনি অবগাহন করেন, সেই ব্যক্তি বিনষ্ট হন না, তিনি অনন্ত জীবনের আস্বাদ লাভ করেন। প্রভু যীশু মানবপ্রেমের মধ্যেই অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। যিনি অনন্ত জীবন লাভ করেন তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তিনি মৃত্যু থেকে জীবনের পথে যাত্রা করেন । টলস্টয় তাঁর 'The Kingdom of God is Within you' গ্রন্থে লিখেছেন - "The Kingdom of heaven suffereth Violence, and the Violent take it by force."(৪) একথা ঠিক, ভগবানের রাজ্যে সে হিংসার কোন স্থান থাকে না। টলস্টয় লিখলেন ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির কথা। লিখলেন, চেতনার অগ্রগমনের কথা। উক্ত গ্রন্থে টলস্টয় আরো লিখেছেন - "And then the kingdom of God would be realized, or at least that first Stage of it for which men are ready now by the degree of development of their Conscience"(৫)

টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ দু'জনের কাছেই খ্রীষ্ট ছিলেন ঈশ্বরপ্রেরিত মানবমুক্তির দূত। দু'জনেই খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর পবিত্র পুণ্যজলে অবগাহন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন। তীর্থযাত্রী রবীন্দ্রনাথ যীশুকে মানবপুত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। ভগবানের অস্তিত্ব তো মানুষের মধ্যেই। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ যাত্রার কারণ মানুষের ঈশ্বরের অনুসন্ধান। খ্রীষ্টকে নতুন করে জানা। আমাদের বাংলাদেশের অযাত্রা অবেলা হাঁচি টিকটিকির উৎপাতে হাঁফিয়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ বড় পৃথিবীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ইউরোপে মানুষের ঈশ্বরের অন্তরের আত্মাকে অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। চেয়েছেন মানবাত্মার সত্যমূর্তি দেখতে। ইউরোপের আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় লাভ করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আটলান্টিক সমুদ্রে টাইটানিক জাহাজডুবির উল্লেখ করেছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আমেরিকান যাত্রীরা নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ না করে শিশু এবং স্ত্রীলোকের জীবনরক্ষা করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, ইউরোপের 'অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি'কে।(৬) এই আত্মত্যাগ সম্ভব হয়েছে মানবপুত্র খ্রীষ্টের হৃদয়ক্ষেত্র থেকে উৎসারিত মানবধর্মের মহত্ত্বের কারণে। সমগ্র ইউরোপের সমাজদেহে সেই মানবতার শেকড় চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - " খৃষ্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে"।(৭) রবীন্দ্রনাথ 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের 'যাত্রার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে আরো লিখেছেন - "য়ুরোপে দেশের জন্য,

মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে, সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি।"[৮] মানবপুত্র যীশুর অন্বেষণ তো 'সত্য সন্ধানের তীর্থযাত্রা'। অসত্য পেরিয়ে সত্যের সন্ধানে - 'চেতনার পূর্ণতর বিকাশ'। টলস্টয়ের মত রবীন্দ্রনাথও মানুষের কল্যাণসাধনকে মানবধর্ম বলে মেনেছেন। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার মধ্যেই আধ্যাত্মিক সত্যলাভে প্রয়াসী হয়েছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ইউরোপের যাত্রা বিফল হতে পারে না।

আর টলস্টয় খ্রীষ্টকে দেবতা মানেন, খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত তিনি। ধর্মের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন না। খ্রীষ্টের জীবন এবং বাণীর মধ্য থেকে লাভ করেছেন অমূল্যরত্ন - মানবধর্ম। স্বপ্নের মধ্যে ধর্ম মন্দিরের ছবি প্রত্যক্ষ করেন। সেখানে প্রবেশ করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। টলস্টয় তাঁর 'War and Peace' উপন্যাসে লিখেছেন - " ..... and aid me to enter that temple of Virtue to a Vision of which I attained in my dream"[৯] টলস্টয় খ্রীষ্টের হৃদয়ক্ষেত্র থেকে উত্থিত মানবতা ও মনুষ্যত্বের জ্যোতিতে ধৌত হয়ে নিজেকে পবিত্র করেন। খ্রীষ্ট শিখিয়েছেন, মানুষের জীবন আলোকস্বরূপ। অন্ধকারে সে আলো কিরণ দেয়। তাকে অন্ধকার ঢাকতে পারে না –"The text from Gospol : The life was the light of men. And the light shineth in darkness; and the darkness Comprehended it not."[১০] টলস্টয় তাঁর উপন্যাসে লিখেছেন, ঈশ্বরের সন্তান খ্রীষ্ট পৃথিবীতে নেমে এসে আমাদের বলেছেন, এই জীবন ক্ষণিকের খেলাঘর মাত্র। তাও আমরা একে জড়িয়ে থাকি এবং এই জীবনে সুখ খুঁজে বেড়াই। সকলের জন্যই প্রার্থনা কর। ব্যক্তির এই জীবন ও সত্যের থেকে মহত্তর কোন জীবন বা সত্য নেই - "Christ, the Son of God, Came down to earth and told us that this life is but for a moment and is a probation; yet we cling to it – and think to find happiness in it' ... but Praying for all – higher than that life and truth there is no life or truth!"[১১]

অপরপক্ষে যীশুকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটির নাম 'খৃষ্ট'। গ্রন্থটি খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান সংকলন গ্রন্থ রূপে বিবেচিত। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। 'খৃষ্ট' গ্রন্থটি 'যিশুরচিত' (২৫ ডিসেম্বর, ১৯১০), 'খৃষ্টধর্ম' (২৫ ডিসেম্বর, ১৯১৪), 'খৃষ্টোৎসব' (২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৩), 'মানবসম্বন্ধের দেবতা' (২৫ শে ডিসেম্বর ১৯২৬) - এই প্রবন্ধগুলির সংকলন। এছাড়া খ্রীষ্ট বিষয়ক 'মানবপুত্র' (শ্রাবণ, ১৩৩৯) কবিতাটি 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের (রবীন্দ্ররচনাবলী, সুলভ সংস্করণ : ৮) অন্তর্গত। খ্রীষ্ট বিষয়ক অন্য দুটি কবিতা 'বড়োদিন' (১৩৩৯) 'প্রবাসী' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৪৬) প্রকাশিত হলেও রচনাবলীর কোনো খণ্ডে সংকলিত হয় নি। এছাড়া খ্রীষ্ট বিষয়ক কবিতা 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে' - চার্লস এণ্ড্রুজের রচিত কবিতার অনুবাদ। কবিতাটি 'সমসাময়িক' পত্রে (১৩৪৭, আষাঢ় সংখ্যা) প্রকাশিত হলেও রবীন্দ্ররচনাবলীতে সংকলিত হয় নি। কবিতা দু'টি রবীন্দ্ররচনাবলীর (সুলভ সংস্করণ : ১৪) গ্রন্থ - পরিচয়ে উল্লিখিত আছে। যীশু শাস্ত্র এবং আচারকে বড় করে দেখেন নি। মানুষকে তিনি বড় করে দেখেছেন। অস্পৃশ্যকে তিনি হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। খৃষ্ট গ্রন্থের 'যিশুচরিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - "মানুষকে এই মানবপুত্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। .... তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।[১২]

ঈশ্বরের প্রকাশ মানুষের হৃদয়ে, কর্মে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'খৃষ্ট' গ্রন্থের 'খৃষ্টধর্ম' প্রবন্ধে লিখেছেন - "ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষভাবে আপন অনুভূতি প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি খৃষ্টধর্মের লক্ষ।" [১৩] মানবকল্যাণকেই খ্রীষ্ট মানব মুক্তির পথ বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ

'খৃষ্টোৎসব' প্রবন্ধে লিখেছেন – " তিনি সেদিনকার কালের সবচেয়ে অখ্যাত দরিদ্র অভাজনদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্বের অধিপতিকে বলেছিলেন যে 'পিতা নোহসি' – তুমি আমাদের পিতা।"[১৪] মানুষের সেবাই ঈশ্বরসেবা। রবীন্দ্রনাথ বারবার সেকথা বলতে ভোলেন নি। 'মানবসম্বন্ধের দেবতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –"খৃষ্টানের ধর্মবুদ্ধি প্রতিদিন বলছে – মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরন্নের অন্নথালিতে, বস্ত্রহীনের দেহে। এই কথাটিই খৃষ্টধর্মের বড় কথা। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করেন – খৃষ্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।"[১৫] মানবমহিমাই ঈশ্বরের মহিমা। মানুষকে ভাই বলে ডেকেছিলেন তিনি। পৃথিবীবাসীর কাছে মানবপ্রেম এবং পরমপিতার বার্তা তিনিই এনেছিলেন। কিন্তু গির্জার বাইরে পৃথিবী আজ রক্তাক্ত। ভাই ভাইকে হত্যা করছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বড়োদিন' প্রবন্ধে লিখেছেন – " যিনি পরমপিতার বার্তা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে – আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়। .... তিনি ডেকেছিলেন মানুষকে পরমপিতার সন্তান বলে, ভাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসত্যের বেদীতে।"[১৬] খ্রীষ্টের মানব মহিমা দরিদ্র-পীড়িত মানুষের জন্য। আর্তের হৃদয়কে তিনি ভালবাসায় ভরিয়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'খৃষ্ট' গ্রন্থের 'খৃষ্ট' প্রবন্ধে লিখেছেন, ('খৃষ্ট') "আমাদের জীবনকে সুন্দর উজ্জ্বল করেছেন। খৃষ্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোট বড় কত প্রদীপ জ্বালিয়েছে, অনাথ-পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁরা অপরিসীম ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন। "[১৭] আর 'পুনশ্চ'-এর 'মানবপুত্র' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ধর্ম মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মানুষ মানুষকে হত্যা করছে। নিজের মৃত্যু দিয়ে মানুষকে ভালবাসার কথা বলেছেন খ্রীষ্ট –

মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
....
ঝক্‌ঝক্ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
খৃষ্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন;
....
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন উর্ধ্বে চেয়ে,
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।"[১৮]

গভীর বেদনায় এবং হতাশায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একদিন যারা যীশুকে মেরেছিল, তারা আজও রয়ে গেছে – 'এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি'।[১৯] আর তুচ্ছতমের অবমাননায় ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে' কবিতায় লিখলেন –

"আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে নির্মমতা
সে আমারই প্রতি।"[২০]

অপরপক্ষে টলস্টয় জানতেন ,আর্তের সেবা হল ঈশ্বরের সেবা। ক্রীতদাসের মুক্তি ঈশ্বরের পূজা। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন বিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধি। পরম প্রজ্ঞা কেবল বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অন্তরের সেই আলোকশিখা যাকে বিবেক বলে, যাকে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে বপন করেছেন। টলস্টয় তাঁর 'War and Peace' উপন্যাসে লিখেছেন – "The highest wisdom is not founded on reason alone .....and so before one can know, it is necessary to believe and to perfect one's self. And to attain this end, we have the light called conscience that God has implanted in our souls."[২১]

ঈশ্বরকে খুঁজেছেন টলস্টয়। ঈশ্বর বিশ্বাসী মহামানবদের বাণীর চমৎকার সংকলন তাঁর 'The Pathway of Life' গ্রন্থটি। মহান চিন্তাশীল মানুষদের ঈশ্বর ভাবনার সারাৎসার উক্ত গ্রন্থটি। খ্রীষ্ট মানব কল্যাণের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। মহান শিক্ষক তিনি। টলস্টয় লিখেছেন – " To know God is possible only within oneself. Until you find God within yourself, you will nowhere find him.

There is no God for him who cannot find Him within himself."[২২] টলস্টয়ের সারাজীবনের ঈশ্বর সাধনার সংকলিত উপহার 'The Pathway of Life'। সমগ্র মানবজাতিকে তাঁর মহান উৎসর্গ উক্ত গ্রন্থটি।

।। তিন ।।

লিও টলস্টয় (১৮২৮- ১৯১০) এবং রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১- ১৯৪১) সামান্য আগে পরে জন্ম মৃত্যু হলেও দু'জনেই একই যুগের যুগন্ধর স্রষ্টা। পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ মানব প্রেমিকের জন্ম মৃত্যুর নৈকট্য আর যাই হোক না কেন যুগের একটি আলোকিত অধ্যায়কে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। ঈশ্বর সাধনার স্বরূপ সন্ধানে টলস্টয় যেমন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথও উপনিষদ –গীতা এবং ভারতীয় ধর্মদর্শনের গভীরতম উপলব্ধির স্তরে পৌঁছেছিলেন। টলস্টয় জন্মসূত্রে খ্রীষ্টান। আমৃত্যু খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু ধর্মের বিষয়ে তাঁর কোন সংকীর্ণ গোঁড়ামি ছিল না। সার্বজনীন মানবধর্মের সন্ধানী ছিলেন টলস্টয়। পৃথিবীর সমস্ত মহান ধর্মশিক্ষকদের জীবন ও বাণীর সারাৎসার তিনি সংকলন করেছিলেন। এক উদার মানবপ্রেমিক যিনি খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, হিন্দুদর্শন এবং মহম্মদের বাণীর সারাৎসার সংকলিত করেছিলেন। 'The Pathway of Life' সেই বিরল আধ্যাত্মিক চেতনায় সিক্ত গ্রন্থ। টলস্টয়ের বহু পঠনপাঠনের ফলে উপলব্ধ ঈশ্বর সন্ধানের পবিত্র সংকলন গ্রন্থ এটি। আর তাঁর ' The Kingdom of God within You' (ভগবানের রাজ্য তোমার আপন অন্তরে) গ্রন্থে মানুষ এবং ঈশ্বরের সন্ধান দিয়েছেন টলস্টয়। ঈশ্বরের অবস্থান আর কোথাও নয়, আছে কেবল মানুষের অন্তরে। স্বর্গের অবস্থান মানুষের হৃদয়ভূমি।

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে ঔপনিষদিক পরিমণ্ডলে বড় হয়ে উঠেছেন। উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের অন্তরের অনুধ্যান। গীতার কর্মসাধনা, প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের উপনিষদের মন্ত্রে ব্রহ্মবাদ, ঈশ্বর এবং অধ্যাত্ম দর্শন, মানব প্রেম রবীন্দ্রনাথের মানব ধর্মকে উচ্চতম আদর্শবোধে বেঁধে দিয়েছিল। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন তিনি। বেদান্ত দর্শনের পাশাপাশি বাউল সঙ্গীত এবং বৈষ্ণব দর্শন রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধকে উচ্চতর সুর তাৎপর্যে বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম কেবল হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথও ঈশ্বরকে খুঁজেছেন মানুষের হৃদয়ে। রবীন্দ্র – মানবপ্রেম মানব সমাজের বিস্তৃত প্রান্তরে প্রবর্ধমান শীলিত জীবনের লাবণ্যে ভরপুর। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের মধ্যে সার্বজনীন মানবধর্মের উৎস সন্ধান করা সম্ভব। তাঁর মানবধর্মকে পুষ্ট করেছে খ্রীষ্ট – বুদ্ধ- লালন প্রভৃতি ধর্ম প্রণেতার জীবন এবং বাণী। রবীন্দ্রনাথের মানব বন্দনা যথার্থই বিশ্বমানব বন্দনা। কবির মানবধর্ম আন্তর্জাতিক মানব পূজা। খ্রীষ্টের পাশাপাশি বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রণাম –প্রণতি নিবেদন করেছেন। কবির রচনার অনেকখানি পরিসর জুড়ে আছেন ভগবান বুদ্ধ। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'বুদ্ধদেবের প্রতি', 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের 'বুদ্ধভক্তি' ও 'বুদ্ধজন্মোৎসব', 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'ধম্মপদং' 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'ব্রহ্মবিহার' প্রভৃতি রচনার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে কবি বুদ্ধপূজা সাঙ্গ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম ঋষিকল্প মূর্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যথার্থই মহাকবির হাতের প্রবন্ধ। কবির মানবধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধগুলি হল 'ধর্ম'

গ্রন্থের 'উৎসব', 'মনুষ্যত্ব', 'ধর্মের সরল আদর্শ', 'প্রাচীন ভারতের "একঃ', প্রার্থনা', 'ধর্মপ্রচার', 'বর্ষশেষ', 'নববর্ষ', 'উৎসবের দিন', 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' প্রভৃতি। এছাড়া 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত', 'অহং', 'আত্মার প্রকাশ', 'সত্যকে দেখা', 'ভূমা', 'ওঁ', 'প্রাণ ও প্রেম', 'আশ্রম', 'তপোবন', 'বিশ্ববোধ' প্রভৃতি সুলিখিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের সারৎসার তাৎপর্যমণ্ডিতরূপ লাভ করেছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের 'মানুষের ধর্ম', 'মানবসত্য' প্রবন্ধে মানবধর্মের স্বরূপ তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। আর 'সঞ্চয়' গ্রন্থের 'ধর্মের নবযুগ', 'ধর্মের অর্থ', 'ধর্মশিক্ষা', 'ধর্মের অধিকার', 'আমার জগৎ' প্রভৃতি গ্রন্থে মানবধর্মের শেকড় অনুসন্ধান করেছেন। আর 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের 'পনেরো' ও 'ষোলো' সংখ্যক কবিতা, 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'ধর্মমোহ' কবিতা প্রভৃতি রচনায় সত্যসন্ধানী রবীন্দ্রনাথ মানবধর্মের শাশ্বত সত্য - মঙ্গল এবং কল্যাণের অনুসন্ধান করেছেন। অধ্যাত্ম সত্য লাভের মধ্য থেকেই মানুষ উন্নতর 'মানব' হয়ে ওঠেন। মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জন এবং সর্বমানবিক চেতনাই ব্যক্তিকে বৈশ্বিক উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। মানুষ ঈশ্বরের সন্ততি। টলস্টয়ের মত রবীন্দ্রনাথও এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন। চিন্তনে মননে - মানব ধর্মের উপলব্ধিতে দু'জনেই হয়ে উঠেছেন ঋষি।

।। চার।।

"And it is equally pitiful and absurd for man to seek blessing without knowing that it consists of the very love which is implanted in his own heart."(২৩)

- Krishna : The Pathway of Life: - Leo Tolstoy

লিও টলস্টয় তাঁর 'The Pathway of Life' গ্রন্থে দূর প্রাচ্য ভারতবর্ষের ভগবান কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীকে সংকলিত করেছেন। মানুষের হৃদয়েই প্রেমের বীজ রোপিত হয়। মানবধর্মের সার কথাটি কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত। টলস্টয় ভারতীয় ধর্ম, দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে বরাবরই গভীর অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। এই সংক্রান্ত গ্রন্থও তিনি পাঠ করেছিলেন। মানুষের 'আমি' -র প্রকৃত স্বরূপ তাৎপর্য কি? - এ প্রশ্নের উত্তর টলস্টয় পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' গ্রন্থটি পড়ে।(২৪) ভারতীয় দর্শন এবং বিবেকানন্দের রচনাবলী টলস্টয় পাঠ করেছিলেন। মানব জাতির মহৎ এবং সত্য আদর্শ টলস্টয় ভারতীয় দর্শন থেকেও লাভ করেছিলেন। ভারতীয় দর্শনের ঈশ্বর, আত্মা প্রজ্ঞা মানুষ ও ধর্মীয় একতার তত্ত্ব টলস্টয়কে আপ্লুত করেছিল। টলস্টয় তাঁর চিঠিপত্র এবং ডায়েরিতে এসব বিষয়ের উল্লেখ করে গেছেন। হিন্দু দর্শন টলস্টয়কে যে কতখানি প্রাণিত করেছিল তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর 'The Pathway of Life' গ্রন্থে 'Hindu Philosophy' -এর উদ্ধৃতিতে। টলস্টয় লিখেছেন -

-"If any faith teaches that we must give up this life for life everlasting, it is a false faith. To give up this life for life everlasting is impossible, because eternal life is already in this life."(২৫)

স্বামী বিবেকানন্দের গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সরলভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতেন। ঈশ্বর সাধনার পথের সন্ধান তিনি দিয়েছিলেন। টলস্টয় তাঁর 'The Pathway of Life' গ্রন্থে রামকৃষ্ণদেবের বাণীকে সংকলিত করেছেন - "When rain water flows from the roof – gutter, it seems to us as though it came from it. But rain, indeea falleth from above. Even so with the teachings of wise men and holy : We think that the teachings come from them, but they proceed from God."(২৬)

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে নিঃসঙ্গ হয়ে কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সেই কর্ম যজ্ঞের সঙ্গে সম্পৃক্ত - 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্ম'।(২৭) যজ্ঞের অন্ন অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তির

প্রয়োজনে লাগে। যজ্ঞের অন্নে দেবতা এবং মানুষ পরস্পর তৃপ্তি লাভ করেন। যজ্ঞে মানব কল্যাণের মত মহত্তম অভীষ্ট পুরণের উদ্দেশ্য নিহিত আছে। যজ্ঞ স্বার্থশূন্য পরার্থপর কর্ম। মানবপ্রীতির উদ্দেশ্য রক্ষিত হয় যজ্ঞ কর্মে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে যারা যজ্ঞের অমৃত (অন্ন) ভোজন করেন, তারা সকল প্রকার পাপ থেকে অব্যাহতি পান। ক্ষান্তরে যারা কেবল নিজের জন্য অন্ন পাক করেন, তারা কেবল পাপ ভোগ করে থাকেন –

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাং"।[২৮]

ইংরেজীতে একটি কথা আছে – 'Bread Labour'- রুটির জন্য মজুরী। গান্ধীজি প্রতিশব্দ রূপে গুজরাটীতে 'জাত মেহনৎ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। টলস্টয় বলেছেন- "নিজের পেটের ভাতের জন্য যে প্রত্যেক মনুষ্যেরই মজুরি করা উচিত , শরীরকে খাটাইয়া খাটাইয়া ক্লিষ্ট করা উচিত, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম।"[২৯] সতীশচন্দ্র গীতার উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন – 'যে ব্যক্তি যজ্ঞ না করিয়া খায়, সে চুরির অন্ন খায়। এখানে যজ্ঞ অর্থে কায়িক শ্রম, অথবা রুটির জন্য মজুরী খাটা।"[৩০] John Ruskin তাঁর 'Unto this Last' গ্রন্থে লিখেছেন—"Labour is the contest of the life of man with an opposite;—the term "Life" including his intellect, soul, and physical power, Contending with question, difficulty, trial, or material force."[৩১] আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। মানুষ এবং সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টাই যথার্থ মানবধর্ম। মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে শেখায়। টলস্টয় তাঁর 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' (War and Peace)-উপন্যাসে দেখিয়েছেন, রাশিয়ার সম্রাট জার আলেকজাণ্ডার চিরদিন ব্রাত্য মানুষদের ঘৃণা করে এসেছেন। সেই তিনি ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ জয়ের পরে, তাঁর ঘটে গেছে মানস পরিবর্তন। তিনি ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছেন। সমস্ত ক্ষমতা ব্রাত্য মানুষদের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে চেয়েছেন। বাঁচতে চেয়েছেন মানুষের মত। বাঁচার মূল্য তিনি বুঝেছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের কথা চিন্তা করেছেন তিনি। বাঁচার প্রার্থনা করেছেন তিনি। টলস্টয় লিখেছেন—"Not unto us, not unto us, but unto Thy Name! I too am a man like the rest of you. Let me live like a man and think of my soul and of God."[৩২] এই আত্মা কি? 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে, শরীরের জন্ম এবং মৃত্যু হয়। কিন্তু আত্মার জন্ম মৃত্যু নেই, হ্রাস বৃদ্ধি নেই, পরিবর্তন নেই। শরীরকে দেখা যায়, কিন্তু আত্মাকে দেখা যায় না—

"বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনম্জমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্।।"[৩৩]

মহাত্মা গান্ধি টলস্টয় পড়েছিলেন। টলস্টয়কে গভীর ভাবে বুঝেছিলেন তিনি। টলস্টয়ের বিশ্বপ্রেম গান্ধিজির উপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আত্মজীবনী গ্রন্থটি গান্ধিজির লেখা। গান্ধিজি তাঁর উক্ত আত্মজীবনী 'The story of my Experiments With Truth'—গ্রন্থের 'Comparative study of Religions' অধ্যায়ে লিখেছেন—"I made too an intensive study of Tolstoy's book's. The Gospels in Brief What to Do? and other books made a deep impression on me. I began to realize more and more the infinite possibilities of universal love."[৩৪] মহাত্মাজির জীবনে টলস্টয়ের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। বিশেষত টলস্টয়ের 'The Kingdom of God is within you' গ্রন্থটি পড়ে গান্ধিজি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

গান্ধিজি তাঁর 'The Story of My Experiment With Truth'—গ্রন্থে লিখেছেন—"Three moderns have left a deep impress on my life and captivated me : Raychandbhai by his living contact; Tolstoy by his book, The Kingdom of God is Within you; and Ruskin by his Unto This Last."[৩৫]

।। পাঁচ ।।

"কোহয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে? কতরঃ স আত্মা
যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি,
যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি,
যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি।"[৩৬]

--আত্মা কি? তাঁর স্বরূপ কি? কি প্রকারে এই আত্মার জ্ঞানলাভ করা যায়? 'ঐতরেয় উপনিষদ'-এ প্রাচীন ঋষির এই প্রশ্ন। উপনিষদের ঋষিই আত্মার স্বরূপ স্পষ্ট করেছেন। 'প্রশ্ন উপনিষদ'-এ প্রাচীন ঋষি বলেছেন, আত্মার বসতি মানুষের চিত্তক্ষেত্র, হৃদয়াকাশ—'হৃদি হোষ আত্মা'[৩৭] আর 'ঐতরেয় উপনিষদ'-এ ঋষিকবি বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মকে লাভ করেন। অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। এভাবে সংসার লোকের উর্দ্ধে ওঠেন এবং মুক্তিলাভ করেন—"স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাহস্মাল্লোকাদুৎক্রম্য অমুস্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানপ্ত্বাহমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ।"[৩৮]

আর টলস্টয় তাঁর 'ওয়ার আণ্ড পীস' (War and peace) গ্রন্থে বলেছেন, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নিজের অন্তরাত্মার দিকে তাকাতে। বলেছেন, নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে। ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হলেই প্রজ্ঞা লাভ করা সম্ভব—"Look then at thy inner self with the eyes of the spirit, and ask thyself whether thou art content with thyself. … Then change it, purify thyself, and as thou art purified thou with gain wisdom. Look at your life, my dear sir."[৩৯]

উপনিষদে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমার প্রার্থনা করা হয়েছে, শান্তির প্রার্থনা করা হয়েছে, 'মুণ্ডক উপনিষদ'—এ বৈদিক ঋষি দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছেন—কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেন আমরা কল্যাণপ্রদ বাক্যই শ্রবণ করি। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেন মঙ্গলকর বিষয়ই দেখি। সমস্ত বাধা বিঘ্নের যেন শান্তি হয়—

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াস দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।[৪০]

টলস্টয়ের 'ওয়ার আণ্ড পীস' (War and peace) উপন্যাসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার উল্লেখ আছে। যারা মানুষকে ঘৃণা করেন তাদের জন্যও প্রার্থনার কথা বলেছেন তিনি। শান্তিতে প্রভুর কাছে প্রার্থনার আবেদন জানিয়েছেন। বাসনাবিহীন আত্মোৎসর্গের কামনা জানিয়েছেন। টলস্টয়ের এই প্রার্থনা উপনিষদ এবং খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর সারাৎসার।

প্রভু খ্রীষ্টের কাছে জীবন উৎসর্গ করেছেন নাতাশা। ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা—সবাইকে শান্তি দাও, সুখ দাও, ক্ষমা করো—"Lord God of might, God of Our salvation! … God of our fathers! Remember Thy bounteous mercy and loving-kindness…Thou art the Lord and we are Thy

people. O Lord, and grant us thy salvation; … and she prayed to God to forgive them all, and her too, and to give them all, and her too, peace and happiness."[৪১]

।। ছয় ।।

"ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। গীতা বলেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহরিন্দ্রিয়েভ্য পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।র

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।"[৪২] রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'তপোবন' প্রবন্ধে। রবীন্দ্র সাহিত্যে মানবধর্মের উৎস সন্ধান গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে উপনিষদের কথা। 'কঠ উপনিষদ' বলেছে সবকিছুর মধ্যে আত্মা শ্রেষ্ঠ—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হার্থা অর্থেভশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পয়া বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান পরঃ।"[৪২.ক]

রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন, "শত্রুকে ক্ষমা করো। একথাটা জীবধর্মের হানিকর, কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষ লক্ষণ।"[৪৩] মানুষের ধর্মের আশ্রয় স্বর্গ নয়, তার শেকড় আমাদের এই মাটির পৃথিবী। রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থে 'ছান্দোগ্য উপনিষদ'-এর দুই ব্রাহ্মণ্যের তর্কের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ঋষি দালভ্য বললেন, 'এই পৃথিবী লোকের প্রতিষ্ঠা কি? অপর ঋষি কবি শিলক জানালেন—আমরা এই সামকে এই পৃথিবীলোকেই প্রতিষ্ঠিত করি।--'ছান্দোগ্য উপনিষদ'-এ প্রাচীন ঋষিকবির মন্ত্র এরকম—"হোবাচ প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি সামেতি।"[৪৪] আর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—'এই পৃথিবীতেই।'[৪৫] রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে উপনিষদের শ্লোক উল্লেখ করে 'বিশ্বমানবমনের' কথা বলেছেন। প্রেমেই মানুষ আপন অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। অন্তরের সত্যকে প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"জল দিয়ে কেবল দেহেরই শোধন হয়, মনের শোধন হয় সত্যে, সেখানে বিশ্বমানবমনের সম্মতি পাওয়া যায়। কিংবা যেখানে বলা হয়েছে—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ

মানুষ পবিত্র হতে পারে—সেখানে এই বলাতেই মানুষ আপন বুদ্ধিতে স্বীকার করে বিশ্বমনের প্রজ্ঞাকে।"[৪৬] 'উপনিষদ' রবীন্দ্র-জীবন চর্চার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে নানা রঙের রামধনুর মত জড়িয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের প্রথম রচনাটি 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।'

'কঠ উপনিষদ'-এর ১ম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর ৬৮ সংখ্যক ঋষিমন্ত্রের প্রথম দুটি শব্দই শিরোনাম। মন্ত্রটিতে আত্মজ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে। আত্মজ্ঞান লাভের পথ দুর্গম। ঋষি কবি বলেছেন, ওঠ, জাগো, আচার্যের নিকট গমন করো, আত্মার সম্যক জ্ঞানলাভ করো। 'কঠ উপনিষদ'-এর মন্ত্রটি ঠিক এরকম—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বয়ান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"[৪৭]

আর চেতনাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে পুরাতন ঋষিমন্ত্রে। বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্যকে উন্মুক্ত করতে হবে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—জাগরণের মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকতন' গ্রন্থের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' প্রবন্ধে লিখেছেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! সকালবেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা এক মুহূর্তেই ভেঙ্গে যায়। ... অতএব সমস্ত দিন যখন নানা ব্যাপারের কলধ্বনি, তখন মনের গভীরতার মধ্যে একটি একতারা যন্ত্রে যেন বাজতে থাকে ওরে, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"[৪৮]

।। সাত ।।

শ্রেষ্ঠ মানুষদের ভাবনাচিন্তায় একটা সার্বজনীন ঐক্য থেকে গেছে। মহান মানুষেরা একই রকম ভাবেন। একই রকম সিঁড়ি বেয়ে শাশ্বত সত্যের পথে পৌঁছান। টলস্টয়-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ--একই কালের নক্ষত্রপুঞ্জ। মানবপ্রেমিক এই মহান চিন্তকেরা শাশ্বত মানবধর্মের উজ্জীবনে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন।

পরস্পর পরস্পরকে পড়েছেন, জেনেছেন। জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধান করেছেন। লক্ষণীয়, সমকালের মহান স্রষ্টাদের মিল একটি বিশেষ ক্ষেত্রে—তা হল সার্বজনীন মানবধর্ম। বলা ভাল সার্বজনীন মানবসত্য। এই সত্য উপলব্ধির পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ—দুর্গম। বেদ-উপনিষদ-গীতা এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থ এই মহান স্রষ্টাদের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্মের বীজ বপন করেছিল। আর খ্রীষ্ট-বুদ্ধ-মহম্মদ-রামকৃষ্ণ - এই মহামানবেরা সত্যপথে পৌঁছানোর জন্য আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন। গান্ধী সমাজ চিন্তক—বিবেকানন্দ ধর্মচিন্তক, আর টলস্টয়-রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী স্রষ্টা-শিল্পী। বৌদ্ধিক চিন্তন যে সৃজনশীলতাকে কতদূর স্পর্শ করতে পারে, তা এই দুই যুগন্ধর স্রষ্টার দিকে তাকালে বিস্মিত হতে হয়। দুই স্রষ্টাই বলেছেন, মানুষের হৃদয়ই ঈশ্বরের আবাস। দু'জনেই মানবধর্মের আলোকে সন্ধান করেছিলেন বেদ-উপনিষদ-গীতা-বাইবেল থেকে। দু'জনেই স্বর্গ থেকে দেবতাকে আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে মানবের হৃদয়তীর্থের অধিবাসী করেছেন। দু'জনের ভাবনা ও সৃষ্টি একই মহাসাগরে লীন হয়ে গেছে। প্রশ্ন সংশয়ের দোদুল্যমান সব পথ উত্তীর্ণ হয়েছেন দুজনেই। আধ্যাত্মিক তীর্থভূমির পুণ্যজলে অবগাহন করেছেন দুই কালজয়ী স্রষ্টা। দু'জনেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জেনে অমৃত হয়েছেন। লাভ করেছেন অমরতা—

"তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোহমৃতম ।"[৪৯]

তথ্যসূত্রঃ

১। Leo Tolstoy, The Kingdom of God is Within You, Prabhat Prakashan, 4/19 Asaf Ali Road, New Delhi, 2017, P. 368

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্মপ্রচার (প্রবন্ধ), ধর্ম (প্রবন্ধগ্রন্থ) রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৭৬, পৃ. ৪৭৮।

৩। Bengali New Testament Test, BENGALI, BSI Version Bengali – O.V. (নূতন নিয়ম), The Bible Society of India Version, Printed for The Gideons International in India, USA, 2018-19, P. 131

৪। Leo Tolstoy, The Kingdom of God is Within You, Prabhat Prakashan, 4/19 Asaf Ali Road, New Delhi, 2017, P. 356

৫। ibid

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাত্রার পূর্বপত্র, পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্ররচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬২৯

৭। পুর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৩
৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩১
৯। Leo Tolstoy, War and Peace, Finger Print classics, 113/A, Darya Gang, New Delhi, 2019, P. 433
১০। ibid, P. 434
১১। ibid, P. 476, 477
১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিশুচরিত (প্রবন্ধ), খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), রবীন্দ্ররচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৩৪০
১৩। পূর্বোক্ত, খৃষ্টধর্ম (প্রবন্ধ), খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), পৃ. ৩৪২
১৪। পূর্বোক্ত, খৃষ্টোৎসব (প্রবন্ধ), খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), পৃ. ৩৪৫
১৫। পূর্বোক্ত, মানবসম্বন্ধের দেবতা (প্রবন্ধ), খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), পৃ. ৩৪৭
১৬। পূর্বোক্ত, বড়োদিন (প্রবন্ধ), খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), পৃ. ৩৪৮
১৭। পূর্বোক্ত, খৃষ্ট (প্রবন্ধ), খৃষ্ট (প্রবন্ধ গ্রন্থ), পৃ. ৩৫০
১৮। পূর্বোক্ত, মানবপুত্র (কবিতা), পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্ররচনাবলী (অষ্টম খণ্ড) পৃ. ৩১৯
১৯। পূর্বোক্ত, বড়োদিন (কবিতা), 'গ্রন্থপরিচয়'—এ খ্রীষ্ট বিষয়ক সংযোজিত কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড), পৃ. ৮৪২
২০। পূর্বোক্ত, পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে (কবিতা) 'গ্রন্থ পরিচয়'-এ সংযোজিত কবিতা। রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড), পৃ. ৮৪৩
২১। Leo Tolstoy, War and Peace, Finger Print classics, 113/A, Darya Gang, New Delhi, 2019, P. 343
২২। Leo Tolstoy, The Pathway of life (Part-1), International Book Publishing Company, New York, 1919, P. 30
২৩। ibid, P. 91
২৪। স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, মনীষীদের চোখে, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৩
২৫। Leo Tolstoy, The Pathway of life (part-1), International Book Publishing Company, New York, 1919, P. 18
২৬। ibid, P. 25
২৭। শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী (অনূদিত), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, তৃতীয় অধ্যায়, ৯ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩০০
২৮। পূর্বোক্ত, তৃতীয় অধ্যায়, ১৩ সংখ্যক শ্লোক, পৃ. ৩০৫
২৯। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, টলস্টয়-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৫
৩০। তদেব
৩১। John Ruskin, Unto This Last, Cosimo classics, New York, 1862, P. 64
৩২। Leo Tolstoy, War and Peace, Finger Print classics, 113/A, Darya Gang, New Delhi, 2019, P. 1121

৩৩। শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী (অনূদিত), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২১ সংখ্যক শ্লোক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৬৮
৩৪। Mohandas Karamchand Gandhi, The Story of My Experiments with Truth, Om Books International, Noida, UP, India, 2019, P. 178
৩৫। ibid, Raychandbhai, P. 100
৩৬। অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা), ঐতরেয় উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৫০
৩৭। পূর্বোক্ত, প্রশ্ন উপনিষদ, পৃ. ১৭৮
৩৮। পূর্বোক্ত, ঐতরেয় উপনিষদ, পৃ. ৩৫৩
৩৯। Leo Tolstoy, War and Peace, Finger Print classics, 113/A, Darya Gang, New Delhi, 2019, P. 343
৪০। অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), মুণ্ডক উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২০৭
৪১। Leo Tolstoy, War and Peace, Finger Print classics, 113/A, Darya Gang, New Delhi, 2019, P. 653
৪২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তপোবন, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৭০১
৪২.ক। অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), কঠ উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১১০
৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৩৯
৪৪। অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), ছান্দোগ্য উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৩৫
৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬২৬
৪৬। পূর্বোক্ত, মানুষের ধর্ম, পৃ. ৬৪৫
৪৭। অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), কঠ উপনিষদ, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় বল্লী, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১১৩
৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্ররচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৫২৩
৪৯। অতুলচন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা.), বৃহদারণ্যক উপনিষদ, উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৮১৬